ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 123 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২৩ ● কলকাতা ● ২৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ০৮ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়ই গুলিবিদ্ধ চন্দ্রনাথ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বুধবার, রাত তখন ২টো। মধ্যগ্রামের ভিভা সিটি হাসপাতালের ওয়েটিং লাউঞ্জে তখন বিজেপির অন্তত চল্লিশ জন বিধায়ক। কেউ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে, কেউ উত্তেজিত। সেই সঙ্গে কম করে আরও একশ জনের বেশি নেতা-কর্মী। হাসপাতালের গেটের বাইরে থইথই করছে কর্মীদের ভিড়। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী ঘিরে রেখে গোটা এলাকা।কাছেই শুভেন্দু অধিকারীকে তখন ঘিরে রেখেছেন বিজেপি বিধায়করা। রাজেশ কুমার, রুদ্রনীল ঘোষ, তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, সজল ঘোষ, স্বপন দাশগুপ্ত প্রমুখ। ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তাও ছিলেন।

ডিজি-কে দেখেই শুভেন্দু বলেন, 'এদের একটাও যেন

এরপর 3 পাতায়

পর্ব 282

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ওটাই কখন চাদরের মত বিছাতাম, কখন কম্বলের মত গায়ে জড়াতাম, কখনও তোয়ালের মত ওটা দিয়েই শরীর মুছতাম। একটা কুর্তাও ছিল। একটা ঝোলাও সাথে এনেছিলাম। একটা টর্চ এনেছিলাম, কিন্তু তার ব্যাটারী শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা সাদা ধুতি ছিল তার পট্টি বানিয়ে কৌপিনের মত লাগিয়ে নিতাম। **ক্রমশঃ**

গদি আঁকড়ে মমতা, রাজ্যপাল ভেঙে দিলেন বিধানসভা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর ঠিক দু'দিন পরেই নতুন সরকারের শপথগ্রহণ। কিন্তু, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি। এখনও ছাড়েননি চেয়ার। এদিকে আজই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের শেষ দিন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দেননি। এবার ভারতীয় সংবিধান মেনে আগের সরকার ভেঙে দিলেন রাজ্যপাল রবি নারায়ণ রবি।রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ব্রিগেডে হবে নতুন সরকারের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। জনতাকে সাক্ষী রেখে পথচলা শুরু করবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। শনিবার ব্রিগেডে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। থাকবেন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির একাধিক মুখ্যমন্ত্রী। শপথ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে এসপিজি, কলকাতা পুলিশ। ব্রিগেডের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার (খ) উপ-দফা অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিবৃতি জারি করে সে কথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা।

আগামী দু'দিন রাজ্যের দায়িত্বে রাজ্যপাল। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৭তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইতি পড়লো। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ১৮তম বিধানসভা গঠনের পথ পুরোদমে প্রশস্ত হল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে আগেও পদত্যাগের প্রসঙ্গ উঠতেই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাফ বলেছিলেন, "আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের ১০০ সিট লুঠ করা হয়েছে।" সে কারণেই যে তিনি পদত্যাগ করতে নারাজ তাও সোচ্চারে বলেন। তা নিয়ে রাজনৈতিক আঙিনা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা কম হয়নি।

শুভেন্দুর অন্য তিন আপ্ত সহায়ককেও বাড়তি নিরাপত্তা, 'শান্তিকুঞ্জে'ও কড়াকড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পালাবদলের আবহে চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডের পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। একদিকে শুভানুধ্যায়ীদের ভিড়, অন্যদিকে নিরাপত্তার ঝুঁকি, এই দুই বিষয়কে মাথায় রেখে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে অধিকারী বাড়ি 'শান্তিকুঞ্জ'-এর নিরাপত্তা আরও কয়েক ধাপ বেড়ে গেল। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গোটা পরিবার।এখন চন্দ্রনাথ রথের পরিণতির কথা মাথায় রেখে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর অন্য তিন জন আপ্ত সহায়ককেও এখন থেকে

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে বলে খবর।শুভেন্দু অধিকারী, দিব্যেন্দু অধিকারী এবং সৌমেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্য পুলিশকেও। একইসঙ্গে তাঁদের যাতায়াতের জন্য এখন থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের পাইলট কার, স্কট কার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ সূত্রে খবর, শান্তিকুঞ্জে সাধারণ মানুষের

এরপর ৪ পাতায়

শুভেন্দুর পিএ খুনের মাঝেই বসিরহাটে বিজেপি কর্মীর ওপর চলল এলোপাথাড়ি গুলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ককে গুলি করে খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। আর এরই মাঝে ফের আক্রান্ত এক বিজেপি কর্মী। রিপোর্ট অনুযায়ী, বসিরহাটে গুলি করা হল এক বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে। জখম বিজেপি কর্মীর নাম রোহিত রায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী হিংসায় রাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল দুই পক্ষেরই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে এই পর্যন্ত। হাওড়া, নিউটাউনে খুন হন বিজেপির ২ কর্মী। বেলেঘাটা, নানুরে প্রাণ হারান তৃণমূলের দুই কর্মী। এরই সঙ্গে বহু জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের অভয় প্রদান করে এসেছেন। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের একটি অংশ এখন অপর পক্ষকে বিজেপি পতাকা হাতে মারছে। এই আবহে সদ্য তৃণমূল থেকে স্বঘোষিত বিজেপি হওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে সাবধান গেরুয়া শিবির। এরই সঙ্গে পুলিশের কাছে পদ্ম শিবিরের আবেদন, যেই দোষ করুক, দলমত নির্বিশেষে যেন তাঁকে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়ই গুলিবিদ্ধ চন্দ্রনাথ!

পার না পায়। যত দ্রুত ধরতে হবে'। শুভেন্দুর মুখ চোখও বসে গেছে। দৃশ্যত বিধ্বস্ত। ডিজি তাঁকে বলেন, 'স্যার! দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওরা রেইকি করে খুন করেছে। উনি যে এই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরেন ওরা জানত। গাড়ির নাম্বারও জানত। খুব প্ল্যান করেই খুন করেছে।'

কিন্তু এই খুনের নেপথ্যে কে? শুভেন্দুকে ভয় পাইয়ে দিতেই কি এই খুন! বুধবার রাতে যে কথাগুলো মধ্যগ্রামের হাসপাতালে উঠে আসছিল, তার সবটাই রাগের কথা, ক্ষোভের কথা, চোয়াল শক্ত করা কথা। তবে সবাইকে যথাসম্ভব সংযত থাকতে বলেন শুভেন্দু। বলেন, 'পুলিশই তদন্ত করবে। কাউকে ছাড়া হবে না। কাউকে না'।লাউঞ্জের চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ (Shankar Ghosh)। দেখেই মনে হচ্ছে, শরীর ছেড়ে দিয়েছে। এখনও বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এমনও হতে পারে!

শুক্রবার বিজেপির বিধায়ক দলের বৈঠকের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর কলকাতায় আসার কথা। শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাত ১০ টা নাগাদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভার এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসট্যান্ট চন্দ্রনাথকে ফোন করে দু'দিনের সেই সব প্রোগ্রামের শিডিউল নিয়েই কথা বলছিলেন শঙ্কর ঘোষ।

শুভেন্দু প্রায় সারাক্ষণই কোনও না কোনও ফোনে থাকেন, বা ব্যস্ত থাকেন। তাই অনেক সময়ে তাঁকে আর ফোন না করে বিজেপি নেতারা চন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে নিতেন। চন্দ্রনাথও খুব এলেমের সঙ্গেই সবার সঙ্গে এই যোগাযোগ বা সমন্বয়ের কাজটি করতেন।

বুধবার রাত ১০টার পর তেমনই চন্দ্রনাথের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল শঙ্কর ঘোষের। ফোনটা শঙ্কর ঘোষই করেছিলেন। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়কের কথায়, 'হঠাৎ চন্দ্রর কথা জড়িয়ে গেল.. আর যেন এক সঙ্গে দু-তিনটে গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি বললাম, চন্দ্র তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? চন্দ্র...ও চন্দ্র! আর সাড়া নেই'।

ফোনটা কেটে দিয়ে ফের চন্দ্রনাথকে রিং করেন শঙ্কর ঘোষ। অনেকক্ষণ রিং হয়। 'তার পর একজন ফোন ধরে বলেন, স্যারকে গুলি করে দিয়েছে। আমি বললাম, বলছ কী? কে? চন্দ্রর জ্ঞান আছে তো? বলল, বুঝতে পারছি না স্যার'।

শঙ্কর জানান, এর পরই তিনি শুভেন্দুকে ফোন করেন। শুভেন্দু ফোন না ধরায় কাঁপা কাঁপা হাতে টেক্সট মেসেজ করেন শঙ্কর। ততক্ষণে কলকাতা ছেড়ে কোলাঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথিতে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। মেসেজটা দেখেই শঙ্করকে ফোন করে বলেন, 'কী বলছেন কী শঙ্কর? কী বলছেন এটা?'

শঙ্করকে মধ্যগ্রামের দিকে রওনা হয়ে যেতে বলেন শুভেন্দু। জানান, তিনিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছচ্ছেন।

বুধবার রাতে চন্দ্রনাথ রথকে এভাবে গুলি করে খুনের ঘটনা যেন বিজেপি নেতারা কেউই প্রথম বার শুনে বিশ্বাসই করতে পারেননি। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দুর লড়াইয়ে যাবতীয় কোঅর্ডিনেশনের কাজটি করেছিলেন চন্দ্রনাথ। পূর্ব মেদিনীপুরে চণ্ডীপুরে তাঁর বাড়ি। ইদানীং মধ্যগ্রামের একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন।

বুধবার বিধানসভার গাড়িতেই বাড়ি ফিরছিলেন চন্দ্রনাথ। সরকারি গাড়ি। হঠাৎ তাঁর গাড়ির পথ আটকায় দুষ্কৃতীরা। তার পর মোটরসাইকেল নিয়ে এসে আততায়ীরা গুলি করে ঝাঁধরা করে দেয় চন্দ্রনাথের বুক। পাঁচটা গুলি লাগে তাঁর বুকে। সম্ভবত তিনটে গুলি লাগে গাড়ির চালকেরও। এই গুলি লাগা অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়ে ভিভা সিটি হাসপাতালে পৌঁছন চালক। আততায়ীরা যখন গুলি চালায় পিছনের সিটে বসে থাকা চন্দ্রনাথের সহযোগী মাথা নিচু করে বসে পড়েন, তাই বেঁচে যান।

শঙ্কর যখন এদিকে লাউঞ্জে বসে, তখনও ইমার্জেন্সিতে চন্দ্রনাথের নিথর দেহ থেকে গুলি বের করা চলছে। দুটো গুলি ততক্ষণে বের করা গেছে। কেউ বলে উঠলেন, নাইন এম এম!

(২ পাতার পর)

শুভেন্দুর পিএ খুনের মাঝেই বসিরহাটে বিজেপি কর্মীর ওপর চলল এলোপাথাড়ি গুলি

গ্রেফতার করা হয়।পরে রাতেই কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই রোহিতকে গুলি করেছে।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট স্টেশন সংলগ্ন গোডাউন পাড়ায়। রোহিতের হাতে গুলি লাগে। গুলি চলার খবর পেয়েই বিজেপি নেতা তন্ময় মণ্ডল এবং বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য তড়িঘড়ি হাসপাতালে গিয়ে রোহিতের সঙ্গে দেখা করেন। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই রোহিতকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কী ঘটেছিল? গুলিবিদ্ধ রোহিত বলেন, 'আমরা বিজেপির পতাকা লাগাচ্ছিলাম পাড়ায়। ওরা চার-পাঁচজন ছিল। কয়েকজন প্রথমে গুলি করেছিল আমার গায়ে লাগেনি পালিয়ে যাই। পরে ফের এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। জাহিনুর, সন্টু, ভোলা, উজ্জ্বল... এরা সকলে দলবল মিলে গুলি চালিয়েছে।' উল্লেখ্য, এর আগে সন্দেশখালি এলাকায় পুলিশের ওপর গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল গত ৫ মে রাতে। ন্যাজাট থানার ওসির ভরত প্রসূন কর, রাজবাড়ি ফাঁড়ির কর্মী ভাস্বত গোস্বামী এবং এক মহলা কনস্টেবল এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন। সঙ্গে দুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও আহত হন ছররা গুলিতে।

সম্পাদকীয়

বিজেপির বঙ্গ জয়ের পরেই বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিল্লির

বিধানসভা নির্বাচনে বদলে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ক্ষমতায় এসেছে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি। এই পরিপ্রেক্ষিত অনুপ্রবেশ নীতি নিয়ে ঢাকাকে স্পষ্ট বার্তা দিল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়ে দিল, বাইরের দেশ থেকে এসে অবৈধ ভাবে ভারতে যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা এবং নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়াই ভারতের নীতি।উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ সমস্ত বিজেপি নেতা অনুপ্রবেশ সমস্যাকে প্রধান ইস্যু করে তুলেছিলেন। ক্ষমতায় এলে অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা। এবার সেকথাই স্পষ্ট করে দিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। পালটা বাংলাদেশ কী বলে, সেটাই দেখার।এই বিষয়ে সরাসরি বাংলাদেশের সহযোগিতা করতেও বলা হয়েছে।

গত ৪ মে পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল হয়েছে। পতন হয়েছে গত পনেরো বছরের তৃণমূল সরকারের। ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন পেয়ে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। এর পরেই ভারতের অনুপ্রবেশ নীতি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। তাঁর বক্তব্য ছিল, ক্ষমতার পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি 'পুশ ইন' ঘটে, তবে ব্যবস্থা নেবে ঢাকা। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি-র সমাজমাধ্যমে তাঁর ছবি-সহ এই মন্তব্য পোস্ট করা হয়।

বৃহস্পতিবার খলিলুরের এই মন্তব্যেরই জবাব দিয়েছেন ভারত সরকারের তরফে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, গত কয়েক দিন ধরে এমন একাধিক মন্তব্য আমাদের চোখে পড়েছে। প্রধান ইস্যু (অবৈধ অভিবাসী) নিয়েই কথা উঠেছে। অবৈধ ভাবে যে সমস্ত বিদেশি নাগরিক এ দেশে থাকছেন, তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়াই ভারতের নীতি। এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সহযোগিতাও আশা করেন তিনি। যোগ করেন, ''বাংলাদেশ তাদের নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে বলে আমরা আশা করছি, যাতে ভারত থেকে অবৈধ অভিবাসীদের প্রত্যর্পণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।'' রণধীর উল্লেখ করেন, বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ২৮৬০টির বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিবেচনাধীন।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেইশতম পর্ব)

ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন । মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত । পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না , তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায় নি । “ছেলেটি তো অ , আ লেখেনি , সে লিখেছে জয় তারা “ জয় তারা “ , সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে ।“বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি “হাউড়া” ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

শুভেন্দুর অন্য তিন আপ্ত সহায়ককেও বাড়তি নিরাপত্তা, 'শান্তিকুঞ্জেও' কড়াকড়ি

অবাধ প্রবেশে কিছুটা লাগাম টানা হয়েছে। জোরদার করা হয়েছে নজরদারি।

প্রসঙ্গত, গত রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যগ্রামের দোহাড়িয়ার কাছে শুভেন্দু অধিকারীর দীর্ঘ আট বছরের আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের গাড়ি থামায় দুষ্কৃতীরা। এরপর তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চলে। তাঁর বুক ও পেটে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দিনভর তোলপাড় চলছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। বিজেপির অর্জুন সিং ও শঙ্কুদেব পন্ডাদের মতো নেতারা এই ঘটনার জন্য সরাসরি তৃণমূলের দিকে আঙুলের তুলেছেন। মর্মাহত শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি বলছেন, 'পরিকল্পিত ও ঠান্ডা মাথার খুন'। সূত্রের খবর, তৃণমূলে থাকার সময় থেকেই চন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল শুভেন্দুর। পরে শুভেন্দুর ব্যক্তিগত থেকে রাজনৈতিক সব কাজের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কি কারণে সত্য? কারণ তারা প্রত্যেকে সত্যকেই অনুসন্ধান করছে। সেই অর্থে তিনি সত্য মেনেছেন। এখন অধুনা প্রাজ্ঞগন সেটা অস্বীকার করেন এই বলে যে সমস্ত ধর্মগুলোতে আচারগত বৈপরীত্য এত বেশী যে একসঙ্গে সব ক’টাকেই সত্য বলাটা উন্মাদের কাজ! ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

চন্দ্রনাথের খুনের রাতেই পানিহাটিতে বোমাবাজি, বসিরহাটে বিজেপি কর্মীকে গুলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

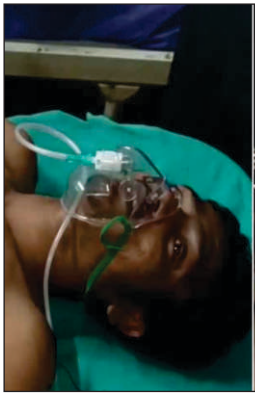

রাতে কার্যত উত্তাল হয়ে রইল উত্তর ২৪ পরগনা। একের পর এক অপরাধ ঘটে চলল জেলার অলিতে গলিতে। মধ্যমগ্রামে শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন। সেই রাতেই পানিহাটিতে চলল দুষ্কৃতী তাণ্ডব। পরপর বোমাবাজিতে কাঁপল পানিহাটির ২ নম্বর ওয়ার্ড। বসিরহাটে পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বচসা হতেই বিজেপি কর্মীকে টার্গেট করে গুলি চলানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্যর অভিযোগ, "নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের টার্গেট করা হচ্ছে।" তাঁর দাবি, "বুধবার রাতে দলীয় কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিজেপির পতাকা লাগাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই তাদের উপর হামলা চালানো হয় এবং গুলি করা হয়।" বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "গতকাল রাতে বসিরহাটে আমাদের কর্মীকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চলেছে। সিংহ স্থবির বলে যদি পদাঘাত করব মনে করেন। ভুল করছেন।" রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোট-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও শক্তি প্রদর্শনের রাজনীতি ফের সামনে চলে আসছে। বসিরহাট মহকুমার একাধিক এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।তৃণমূল সরকারের মেয়াদ অতীত। দু'দিন পরই নতুন সরকারের শপথগ্রহণ। ঠিক এর মাঝের সময়টায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কার্যত নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। পানিহাটির ২ নম্বর ওয়ার্ডে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বুধবার রাতে। অভিযোগ, এলাকায় পরপর তিনটি বোমা ছুড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। বিস্ফোরণে অন্তত ৬ থেকে ৭ জন জখম হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দহ থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পরপর বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্কে সিঁটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে বসিরহাটে পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বচসা। বসিরহাট থানার গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকায় দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে রীতিমতো রক্তারক্তি কাণ্ড। অভিযোগ, বুধবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা এলাকায় দলীয় পতাকা লাগাতে বচসা শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগানোয় আপত্তি জানায় তৃণমূলের সমর্থকরা। দু'পক্ষের বচসাই ব্যাপক আকার নেয়। অভিযোগ, আচমকাই গুলি চালানো হয় বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন বিজেপির স্থানীয় কর্মী রোহিত রায় ওরফে চিন্টু। জানা গিয়েছে, তার পেটে গুলি লাগে। আহত কর্মীকে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে আচমকা গুলি চালানো হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এলাকায় নতুন করে অশান্তি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী।

সিঙ্গুরে টাটাদের ক্ষতিপূরণ ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা, দিতে হবে নতুন সরকারকে, রায় দিয়ে জানালো কলকাতা হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিঙ্গুর ইস্যুতে ফের নতুন মোড়। টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নতুন সরকার শপথ নেওয়ার আগেই প্রকাশ্যে এল এই গুরুত্বপূর্ণ রায়, যা আবারও রাজ্যের অন্যতম আলোচিত শিল্প-রাজনীতির অধ্যায়কে সামনে নিয়ে এল। বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের বেঞ্চ আট সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করেছে। তবে এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। মূলত, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তিন সদস্যের সালিশি ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছিল, সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা গড়ে তুলতে না পারার কারণে টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে। শুধু মূল টাকাই নয়, ২০১১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ক্ষতিপূরণ মেটানো পর্যন্ত বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে সুদ এবং মামলার খরচ বাবদ অতিরিক্ত ১ কোটি টাকাও দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশকে

এরপর ৬ পাতায়

বিজেপির পতাকা হাতে ‘নতুন মুখ’, পুরনো দুষ্কৃতীদের দাপটের অভিযোগ; নিরাপত্তাহীনতায় সাংবাদিক পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের একাধিক জেলায় ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বহু এলাকায় রাতারাতি ‘রঙ বদলানো’ কিছু সমাজবিরোধী নতুন শাসকদলের পতাকা হাতে নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভোট গণনার দিন দুপুর পর্যন্ত যারা এক রাজনৈতিক দলের কর্মী পরিচয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছিল, তারাই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে অন্য দলের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে ভাঙচুর, লুটপাট, দখলদারি ও সন্ত্রাসে নেমেছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহলে।

যদিও রাজ্যের নতুন শাসকদল আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে, “আইন নিজের পথে চলবে, কোনও রকম প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না।” দলীয় স্তর থেকেও পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু মাটির স্তরের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক পালাবদলের সুযোগে পুরনো দুষ্কৃতী চক্র নতুন পরিচয়ে সক্রিয় হয়ে উঠছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এই আবহেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেদিয়া-জীবনতলা অঞ্চলে আতঙ্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নাম। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় দুর্নীতি, বেআইনি দখল, তোলাবাজি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লেখালেখি করে আসছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রের দাবি, সেই কারণেই ক্রমশ বাড়ছে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা।

অভিযোগ আরও গুরুতর। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা মেলেনি বলে দাবি সম্পাদক পক্ষের। জীবনতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দিগন্ত মণ্ডলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, এলাকায় যাদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগকে ‘হালকা’ করে দেখা হচ্ছে অথবা তদন্তকে শিথিল করা হচ্ছে। এমনকি সাংবাদিককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় ‘দলবদলু স্বার্থান্বেষী’ গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ আদর্শের রাজনীতি যেখানে দুর্বল হয়, সেখানে দখল নেয় পেশাদার সন্ত্রাস। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারেন না—কারা প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মী আর কারা কেবলমাত্র ক্ষমতার ছত্রছায়ায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, মৃত্যুঞ্জয় সরদার এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে দেন না বলেই একাংশের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন। জমি সংক্রান্ত পুরনো বিরোধের অধিকাংশই আইনি পথে নিষ্পত্তির দিকে এগোলেও এখনও কিছু অমীমাংসিত সমস্যা রয়ে গেছে। সেই বিষয়গুলিকেও কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

এখন প্রশ্ন একটাই—একজন সাংবাদিক যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরার কারণে নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাহলে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কতটা সুরক্ষিত? রাজনৈতিক পালাবদলের পরে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও আইনের শাসন কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা নিয়েও উঠছে বড় প্রশ্ন। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক এবং সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

(৫ পাতার পর)

সিঙ্গুরে টাটাদের ক্ষতিপূরণ ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা, দিতে হবে নতুন সরকারকে, রায় দিয়ে জানালো কলকাতা হাইকোর্ট

চ্যালেঞ্জ করেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার।

বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের বেঞ্চ সালিশি ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা করতে হবে। ফলে আপাতত টাটাদের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া নিয়ে চাপ কিছুটা কমল রাজ্যের।

সিঙ্গুর আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০০৬ সালে টাটা গোষ্ঠীর ছোট গাড়ি ‘ন্যানো’ প্রকল্পের জন্য সিঙ্গুরে প্রায় ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়। সেই জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলন ক্রমশ তীব্র আকার নিলে ২০০৮ সালে রতন টাটা ঘোষণা করেন, সিঙ্গুর থেকে ন্যানো কারখানা সরিয়ে গুজরাটের সানন্দে নিয়ে যাওয়া হবে।

পরবর্তীতে ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল সরকার ‘সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট’ পাশ করে জমি ফেরানোর উদ্যোগ নেয়। ২০১৬ সালের ৩১ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণকে ‘অবৈধ’ ঘোষণা করে এবং কৃষকদের জমি ফেরানোর নির্দেশ দেয়। এরপর রাজ্য সরকার সেই জমি পুনরায় চাষযোগ্য করে কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। যদিও বহু কৃষকের অভিযোগ ছিল, জমির একটা বড় অংশ আর আগের মতো চাষের উপযুক্ত অবস্থায় নেই।

সিনেমার খবর

শাহরুখের ‘কাভি আলভিদা না কেহনা’ ঘিরে হবে ওয়েব সিরিজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার নতুন রূপে ফিরছে বলিউডের আলোচিত সিনেমা ‘কাভি আলভিদা না কেহনা’। ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটি প্রায় দুই দশক পর এবার ওয়েব সিরিজ হিসেবে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন নির্মাতা করণ জোহর।

মুক্তির সময় সিনেমাটি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। কারণ, এতে দেখানো হয়েছিল বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, অসুখী দাম্পত্য এবং সম্পর্কের জটিলতার মতো সাহসী বিষয় যা সেই সময়ের বলিউডে খুব একটা দেখা যেত না।

ফলে ছবিটি নিয়ে যেমন প্রশংসা হয়েছিল, তেমনি সমালোচনাও কম হয়নি। সম্প্রতি করণ জোহর জানান, তিনি ছবিটিকে এবার দীর্ঘ ওয়েব সিরিজ আকারে ফিরিয়ে আনতে চান।

তার কথায়, ‘আমরা এটিকে একটি লং-ফর্ম সিরিজ হিসেবে ফিরিয়ে আনছি। ছবিটির প্রেক্ষাপট ছিল ২০০৬ সাল। তখন এটি মুক্তি পাওয়ার পর জনমত বিভক্ত ছিল।’

তিনি আরো বলেন, ‘অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল বিশ্বাসঘাতকতাকে সঠিক দেখানোর জন্য এই ছবি, আপনি কি অসুস্থ? আমি বলেছিলাম, যা আগে থেকেই সমাজে আছে, তাকে কিভাবে সঠিক দেখানো যায়?’

ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আলোচনা চলছে উল্লেখ করে করণ জানিয়েছেন, কিভাবে সিনেমাটিকে পূর্ণাঙ্গ ওয়েব সিরিজে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে বর্তমানে একাধিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

তিনি বলেন, ‘এটা নিশ্চিত যে আমরা একটি সিরিজ করব। এটি কোনো একটি প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের শো হবে। এর বেশি এখনই বলতে পারছি না।’

২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘কাভি আলভিদা না কেহনা’ পরিচালনা করেছিলেন করণ জোহর, প্রযোজনায় ছিল ধর্মা প্রোডাকশনস। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান, রানী মুখার্জি, প্রীতি জিনতা, অভিষেক বচ্চন। এ ছাড়া আরো অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন এবং কিরণ খের প্রমুখ। সে সময় ছবিটি ভারতে প্রায় ৪৫ কোটি রুপি এবং বিশ্বব্যাপী ১১০ কোটি রুপি আয় করেছিল।

শাহরুখের যে সিনেমা দেখে অঝোরে কেঁদেছিলেন আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খান মানেই পর্দায় নিখুঁত অভিনয় আর পর্দার পেছনে চুলচেরা বিশ্লেষণ। কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রমী অভিনেতার ভেতরেও যে একজন অত্যন্ত আবেগী মানুষ লুকিয়ে আছে, তা আরও একবার স্পষ্ট হলো তার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে।

রেডিও মির্চি-কে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে আমির জানান, তিনি রোমান্টিক সিনেমার ভীষণ ভক্ত এবং পর্দায় আবেগী মুহূর্ত দেখলে নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমির জানান, করণ জোহরের অভিষেক সিনেমা ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’ দেখার সময় তিনি কতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সময় তিনি তার তৎকালীন স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে রাজকমল থিয়েটারে সিনেমাটি দেখতে গিয়েছিলেন। শাহরুখ খান, কাজল ও রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত সেই কালজয়ী প্রেমকাহিনি আমিরকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, সিনেমার একাধিক দৃশ্যে তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছিল।

এই গল্পের সবচেয়ে মজার অংশটি হলো আমিরের চোখের পানি মোছার কায়দা।

অভিনেতা জানান, কান্নার সময় রুমাল না থাকায় তিনি পাশে বসে থাকা রিনা দত্তের ওড়না দিয়েই বারবার চোখ মুছছিলেন।

আমির হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি রোমান্টিক সিনেমার জন্য পাগল। রোমান্টিক ছবি দেখতে গিয়ে আমি প্রচুর কাঁদি। মনে আছে, রিনা আর আমি রাজকমল থিয়েটারে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’ দেখছিলাম। আমি এমনিতেই খুব বেশি কাঁদি।’

তবে বিপত্তি বাধে রিনার ওড়না নিয়ে। সেই ওড়নাটিতে ছিল সূক্ষ্ম জরির কাজ। বারবার চোখ মোছার ফলে সেই জরির ঘর্ষণে আমিরের চোখে যেমন অস্বস্তি হচ্ছিল, তেমনি রিনার দামী ওড়নাটিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অভিনয়ের পাশাপাশি একজন দর্শক হিসেবেও গল্পের গভীরে আমির কতটা ডুবে যান, এই ছোট ঘটনাটি যেন তার প্রমাণ।

পর্দার বাইরের এই আবেগী আমিরকে সবশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে ‘সিতারে জমিন পার’ সিনেমায়। যেখানে জেনেলিয়া ডি’সুজার বিপরীতে একজন বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

‘ফেলুদা’খ্যাত অভিনেতা বিপ্লব দাশগুপ্ত মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বরেণ্য অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত আর নেই। দেড় বছর ধরে অসুস্থ থাকার পর শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরে নিজ বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

অভিনেতার স্ত্রী রুমা দাশগুপ্ত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিপ্লব দাশগুপ্ত গত দেড় বছর ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুর পর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার গল্ফক্লাব রোডের নিজ বাসভবন থেকে তার মরদেহ টালিগঞ্জ টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে নেওয়া হয়। সেখানে তাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান কলকাতার অভিনয় জগতের তারকা ও কলাকুশলীরা।

প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপ্লব দাশগুপ্ত। ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘শ্যাডোজ অব টাইম’ সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়জীবনে পা রাখেন তিনি। এরপর ‘ফেলুদা’, ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘গুমনামি’ ইত্যাদি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

২০১৯ সালে তিনি ‘দেবতার গ্রাস’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নাসিরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। ‘কুয়াশা যখন’, ‘রাগে অনুরাগে’, ‘সখী’, ‘নেতাজি’র মতো আরও একঝাঁক জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিকে নিজের অভিনয় দিয়ে দর্শকের মন ছুঁয়েছেন বিপ্লব।

পেশাগত জীবনে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে অভিনয় ও আবৃত্তিতেই থিতু হন এই অভিনেতা। বাচিকশিল্পী হিসেবেও ভারত ও বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে তিনি অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। এছাড়া ভয়েস ওভার আর্টিস্ট ও বিজ্ঞাপনী জগতেও ছিল তার সরব উপস্থিতি।

বর্ষীয়ান এই অভিনেতার প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, জয়জিৎ ব্যানার্জি, রূপাঞ্জনা মিত্রসহ আরও অনেকে।

এই অভিনেতা স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

আইপিএল ২০২৬

পাঞ্জাবের অদ্ভুত ক্যাচ মিসের মহড়ার ব্যাখ্যা করলেন অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুজবেন্দ্র চেহেল নিজেকে চরম দুর্ভাগা ভাবতেই পারেন। তার বলে উঠছিল একের পর এক ক্যাচ আর তা হাতফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল অবিশ্বাস্যভাবে। হাতছাড়া হচ্ছিল স্টাম্পিংয়ের সহজ সুযোগ। পাঞ্জাব কিংসের ফিল্ডিংয়ে এমন বেহাল দশার জন্য মাঠের অস্বাভাবিক বাউন্স দায়ী করে বিশ্লেষণ করেছেন সাবেক ভারতীয় তারকা রবীচন্দ্রন অশ্বিন।

আইপিএলে বুধবার রাতে রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে পাঞ্জাব কিংসের হার ৩৩ রানে। তবে এই হারের ক্ষত যতটা না বড়, তার চেয়েও বড় হয়ে বিঁধছে পাঞ্জাবের ফিল্ডারদের ক্যাচ মিসের মহড়া। একে একে তিনটি সহজ ক্যাচ আর একটি স্টাম্পিংয়ের সুযোগ নষ্ট করেছে পাঞ্জাব। যুজবেন্দ্র চেহেলের বলে সুযোগ এলেও তা তালুবন্দি করতে পারেননি ফিল্ডাররা, যা দেখে রীতিমতো হতাশ দেখিয়েছে এই অভিজ্ঞ লেগ স্পিনারকে।

বারবার জীবন পেলেন কিষাণ ও ক্লাসেন

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের টপ অর্ডার পাঞ্জাবের ফিল্ডিংয়ের ভুলে বারবার সুযোগ পায়। ইশান কিষাণ ব্যক্তিগত ৯ রানে লকি ফার্গুসনের বলে প্রথমবার জীবন পান কুপার কনোলির হাতে। এরপর ১৮ রানে চেহেলের বলে আবারও কিষাণের ক্যাচ ফেলেন ফার্গুসন নিজে। শেষ পর্যন্ত ৩২ বলে ৫৫ রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। অন্যদিকে বিধ্বংসী হেনরিক ক্লাসেনকেও মাত্র ৯ রানে জীবন দান করেন শশাঙ্ক সিং। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৪৩ বলে ৬৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন ক্লাসেন।

স্টাম্পিং মিসে বাড়ল ভোগান্তি ক্যাচ মিসের সঙ্গে যোগ হয়েছিল উইকেটকিপার প্রভসিমরান সিংয়ের ব্যর্থতা। চেহেলের বলে ইশান কিষাণকে স্টাম্পিং করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। পাঞ্জাবের পক্ষে কুপার কনোলি ৫৯ বলে ১০৭ রানের লড়াকু শতক হাঁকালেও ফিল্ডিংয়ের সেই ভুলগুলোর কারণে ২৩৫ রানের পাহাড় ছোঁয়া সম্ভব হয়নি।

অশ্বিনের ব্যাখ্যা পাঞ্জাবের এমন নড়বড়ে ফিল্ডিং নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেন, 'আমি কোনো অজুহাত দিচ্ছি না, তবে পাঞ্জাব কিংসের ফিল্ডিংয়ে কিছু একটা সমস্যা ছিল। রিকি পন্টিং ম্যাচের সময় ঠিকই বলছিলেন যে, খারাপ ফিল্ডিং দলের মধ্যে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে।'

কুপার কনোলির ক্যাচ মিস নিয়ে অশ্বিন বলেন, 'কুপার ক্যাচটি ফেলার ঠিক আগে একটি বাউন্ডারি মিস করেছিলেন। সেখান থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে বাউন্ডারি লাইনের কাছে বল অস্বাভাবিকভাবে বাউন্স করছে। হায়দরাবাদ স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড অতিরিক্ত শক্ত হয়ে যাওয়ায় বল হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে।'

উইকেটকিপিং নিয়ে তার বিশ্লেষণ হলো, 'প্রভসিমরান সম্ভবত ওই ধরনের বাউন্সের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিষাণ যখন ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, বলটি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বাউন্স করেছিল। প্রভসিমরান খুব বেশি লম্বা না হওয়ায় তাঁর জন্য ওই বাউন্স দ্রুত আন্দাজ করা কঠিন ছিল।'

বিশ্বকাপে অনিশ্চিত মিলিতাও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের আগে চোট সমস্যায় বিপর্যস্ত ব্রাজিল শিবিরে এবার নতুন দুশ্চিন্তার নাম এদের মিলিতাও। রিয়াল মাদ্রিদের এই ডিফেন্ডার হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছেন, ফলে বিশ্বকাপে তার খেলা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, মিলিতাওয়ের চোট গুরুতর হওয়ায় তাকে আবারও অস্ত্রোপচার করাতে হতে পারে। যদি শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করতে হয়, তাহলে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে ২৮ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান তারকার।

লা লিগায় দেপোর্তিভো আলাভেসের বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি অনুভব করে মাঠ ছাড়েন মিলিতাও। পরে রিয়াল মাদ্রিদের মেডিকেল টিম জানায়, তার বাঁ পায়ের 'বাইসেপ ফেমোরিস' পেশিতে চোট ধরা পড়েছে।

শুরুতে চোটকে সাধারণ মনে হলেও পরে জানা যায়, পরিস্থিতি বেশ গুরুতর। বর্তমানে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন মিলিতাও। অস্ত্রোপচার না করালে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা থাকলেও পুনরায় একই চোটে পড়ার ঝুঁকি থাকবে। আর অস্ত্রোপচার করলে দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

২০২৫-২৬ মৌসুমজুড়েই চোটের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে মিলিতাওকে। গত ডিসেম্বরে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচেও তিনি হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছিলেন। সেই চোটের কারণে চার মাস মাঠের বাইরে ছিলেন এই ডিফেন্ডার।

মৌসুমের শেষ দিকে ফিরলেও আবারও চোটে পড়ায় রিয়াল মাদ্রিদের পাশাপাশি বড় ধাক্কা খেল ব্রাজিল জাতীয় দলও। এর আগে রদ্রিগো ও এস্তেভাওয়ের ইনজুরিও ব্রাজিল শিবিরে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

মাঠেই প্রাণ হারালেন ফুটবলার এনেরামো

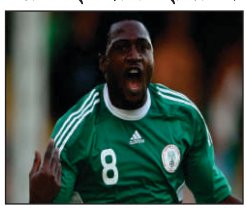

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খেলার মাঝেই মাঠে অজ্ঞান হওয়ার পর প্রাণ হারিয়েছেন নাইজেরিয়ার সাবেক ফরোয়ার্ড মাইকেল এনেরামো। ৪০ বছর বয়সী এই ফুটবলারের মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে 'হৃদরোগে আক্রান্ত' হওয়ার কথা জানিয়েছে নাইজেরিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ)। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এনেরামো ১০টি ম্যাচ খেলেছেন।

কাদুনার উঙ্গওয়ান ইয়েলওয়ায় অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচটির প্রথমার্ধে পুরোটা সময়ই খেলেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমেই বিপত্তি বাধে। এক বিবৃতিতে নাইজেরিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, '৪০ বছর বয়সী এনেরামো ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সম্ভবত কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হন।'

এনএফএফ'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মেদ সানুসি বলেন, 'এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই মুহূর্তে আমি ভাষাহীন।' এর আগে এনেরামো নাইজেরিয়ার হয়ে ১০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তিউনিসিয়ায় সফল ক্লাব ক্যারিয়ার থাকা সত্ত্বেও এবং দেশটির নাগরিকত্ব নেওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি নাইজেরিয়ার হয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নেন।

এর আগে এসপারেন্স স্পোর্টিভ ডি তিউনিস ক্লাবের হয়ে খেলাকালীন ভক্তদের কাছে 'দ্য ট্যাঙ্ক' নামে পরিচিত ছিলেন এনেরামো। এনএফএফ-এর তথ্যমতে, দলটিকে একাধিক শিরোপা জেতাতে ভূমিকা রেখেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। এ ছাড়া তিনি তুরস্কের ক্লাব- সিভাসপোর, বেসিকতাস এবং ইস্তাম্বুল বাসাকসেহিরের হয়েও খেলেছেন।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জ্যামাইকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে নাইজেরিয়ার হয়ে অভিষেক হয় এনেরামোর। যার তিন মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আরেকটি প্রীতি ম্যাচে তিনি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম গোলটি করেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR